EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

মিডিয়া নোট

বাংলাদেশে শিল্পকারখানার নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বক্তব্য

ঢাকা, ১৯শে জুলাই -- যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর, শ্রম দফতর ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দফতর যৌথভাবে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রদান করেছে:

বাংলাদেশের শ্রমিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার এবং আরো ব্যাপক পরিসরে বাংলাদেশী শ্রমিকদের পূর্ণ শ্রম অধিকার চর্চা সমস্যার অর্থবহ সমাধান প্রণয়নের দীর্ঘ প্রয়াসে, আজ যুক্তরাষ্ট্র তার পরবর্তী পদক্ষেপের বিবরণ প্রদান করছে - এই সমস্যার প্রকটতা নভেম্বর ২০১২-এর তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকান্ড এবং এপ্রিল ২০১৩-এর রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট ওবামা জিএসপি'র আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য সুবিধা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত ২৭শে জুন, ২০১৩ তারিখে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশী শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের পর জিএসপি কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপক আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রণয়নে উৎসাহিত করে। সিদ্ধান্তটি যখন ঘোষণা করা হয় তখন, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বাংলাদেশ সরকারকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রদান করে। এই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জন্য বাংলাদেশের জিএসপি বাণিজ্যিক সুবিধাদি পূনর্বহালের বিবেচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আজ, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এই কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করছে যাতে বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিক নিরাপত্তার উন্নয়নের প্রসারের জন্য সকল আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা ও আরো শক্তিশালী করা যায়। এই কর্মপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যাশা হলো জিএসপি সুবিধার সম্ভাব্য পুনর্বহালের জন্য করণীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করা।

৮ই জুলাই, ২০১৩-তে ঘোষিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন - বাংলাদেশ - আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা স্বাক্ষরিত বাংলাদেশের তৈরিপোশাক ও নিটওয়্যার খাতে শ্রমিক অধিকার ও কারখানা নিরাপত্তার অব্যাহত উন্নয়নের জন্য চুক্তি সহযোগী হতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র আনন্দিত। এই চুক্তির লক্ষ্যসমূহ

বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ অংশীদারিত্বে ইইউ, বাংলাদেশ ও আইএলও'র সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। এই চুক্তির অনেক লক্ষ্যই আমাদের আজকে প্রকাশিত কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একইসঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি কর্মপরিকল্পনার আওতাধীন আরো নির্দিষ্ট কতগুলো কর্ম বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে যেমন, শ্রম সংক্রান্ত অনিয়মের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যা ভবিষ্যতে অনিয়ম সংঘটিত হওয়া নিরুৎসাহিত করবে, ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদনের ফলাফল সকলের অবহতির জন্য প্রকাশ করা, শ্রম সংক্রান্ত অনিয়ম রোধে একটি কার্যকরি কমপ্লায়েন্স পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং শ্রম কর্মী ও ইউনিয়নদের প্রতি সহিংসতা ও তাদের বিব্রত করা বন্ধ করা।

দুই সরকারের মধ্যে এই সম্পূরক উদ্যোগের পাশাপাশি, ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের উদ্যোগের গুরুত্বের প্রতিও যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন স্বীকৃতি প্রদান করে। তারা যেসব কারখানা থেকে পণ্য সংগ্রহ করছে সেগুলো বাংলাদেশের অগ্নি ও নিরাপত্তা মান অবলম্বন করছে কিনা সেটা নিশ্চিত করতে তাদের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে পরবর্তী অগ্রগতির সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে আমরা খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই যাতে তাদের উদ্যোগগুলো সমন্বিত ও টেকসই হয়।

প্রশাসন বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কাজ অব্যাহত রাখতে চায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ও সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা বরতে।

বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা ২০১৩

অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) ফিরে পেতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে, "অগ্নিনিরাপত্তা ও কাঠামোগত শর্ত পূরণবিষয়ক ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এবং যাতে অন্তর্ভূক্ত নিম্নোক্ত কার্যাদিঃ

শ্রম, অগ্নি এবং ভবন মান এর জন্য সরকারী পরিদর্শন

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর পরামর্শে ইতমধ্যে সম্মত লক্ষ আর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন যাতে শ্রম, অগ্নি এবং ভবন মান এর জন্য সরকারী পরিদর্শনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাদের প্রশিক্ষণ উন্নয়ন, স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য পরিদর্শন এর জন্য স্বচ্ছ প্রক্রিয়া তৈরী, এবং তৈরী পোশাক শিল্প, নিটওয়্যার, ও চিংড়ি খাত, এবং রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চলে কার্যকরী পরিদর্শনের জন্য তাদের সুবিধাদি বৃদ্ধি।

- ভবিষ্যতে আইন অমান্যকারীদের রুখতে যথার্থ মান আর্জনে শ্রম, অগ্নি ও ভবন মান সংরক্ষণে ব্যার্থতার জন্য জরিমানা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য শাস্তি, আমদানি ও রপ্তানি অনুমতি পত্র রোহিতকরণ।

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর পরামর্শে ইতমধ্যে সম্মত লক্ষ অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন যাতে সকল চালু তৈরী পোশাক শিল্প/নিটওয়্যার কারখানায় কাঠামোগত ভবন

এবং অগ্নি নিরাপত্তা মান যাচাই এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, অপর্যাপ্ত কারখানা বন্ধ বা প্রতিস্থাপন, যেখানে যা প্রযোজ্য।

- জনগণের কাছে সহজলভ্য সকল তৈরী পোশাক শিল্প/নিটওয়্যার কারখানার ডাটাবেজ/ম্যাট্রিক্স প্রণয়ন যাতে থাকবে শ্রম, অগ্নি ও ভবন পরিদর্শনের প্রতিবেদন, কারখানা ও ঠিকানার তথ্য, আইন অমান্যকারীদের চিহ্নিতকরণ, জরিমানা ও শাস্তি প্রদান, কারখানা বন্ধ বা প্রতিস্থাপন, পুনমধ্যস্থতা, এবং প্রধান পরিদর্শকদের নাম।

- সরাসরি বা নাগরিক সমাজের পরামর্শক্রমে কার্যকরী অভিযোগ কর্মকৌশল প্রণয়ন, যাতে একটি হটলাইন থাকবে যেখানে শ্রমিকরা নাম প্রকাশ না করে গোপনীয়তার ভিত্তিতে অগ্নি, ভবন নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে।

তৈরি পোষাক/ন্টওয়্যার খাত

- আইএলও –এর সাথে পরামর্শক্রমে শ্রমিকদের অবাধ সমাবেশ ও সিবিএ সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো দূর করতে শ্রম আইন সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা।

- প্রশাসনিক শর্ত পূরণ হলে ইউনিয়নের জন্য আবেদনগুলো দ্রুততার সাথে নিবন্ধন করা এবং বৈষম্য ও দমন-পীড়ন থেকে ইউনিয়ন ও তাদের সদস্যদের রক্ষা নিশ্চিত করা।

- প্রতিটি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদনের অবস্থা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা, যাতে আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য নেয়া সময়, প্রত্যাখ্যান করা হলে তার কারণ এবং সিবিএর চুক্তিগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

- বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটি (বিসিডাব্লিউএস) ও সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ ফর দ্যা এনভায়রনমেন্টসহ (সেফ) প্রশাসনিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম বেসরকারি শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নিবন্ধন করতে হবে। শ্রম আন্দোলনের কর্মী ও তাদের সমর্থকরা যাতে হয়রানি ও হুমকির শিকার না হন সে জন্য তাদের বিরুদ্ধে ঝুলে থাকা ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার বা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। আমিনুল ইসলাম হত্যাকান্ডের স্বচ্ছ তদন্ত এগিয়ে নিতে হবে এবং এই তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

- কারখানা এবং তাদের অবস্থান, তদন্তের অবস্থা, সনাক্তকৃত লঙ্ঘন, জরিমানা এবং আরোপিত শাস্তি, লঙ্ঘনের প্রতিকার এবং প্রধান পরিদর্শকদের নামের তথ্যসহ শ্রম অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে পাওয়া তথ্য, কারখানা পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য এবং এগুলোর ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এসব বিষয়ে উন্মুক্ত ডাটাবেইস থাকতে হবে।

- শ্রম কর্মী এবং ইউনিয়নগুলোর বিরুদ্ধে হয়রানী, ভীতিপ্রদর্শণ এবং সহিংসতা প্রতিরোধ করতে আইএলও'র সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের অবাধ সংগঠন ও সমাবেশ দেখভাল করে এমন শিল্প পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে ব্যবস্থা করতে হবে।

ইপিজেড সম্পর্কিত

- ইপিজেডের কারখানাগুলোর শ্রমিকরা যাতে দেশের অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের মতো সংগঠন ও দরকষাকষি করার অধিকার পান সে জন্য দ্রুত আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ইপিজেড আইন প্রণয়নের অঙ্গীকার করতে হবে বা বর্তমান আইন বাতিল বা যুগোপযোগী করার জন্য আইএলও'র সঙ্গে সমন্ময় করে সরকারি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে হবে।

- ইপিজেড আইন বাতিল বা যুগোপযোগী করা পর্যন্ত এমন বিধি জারি করতে হবে যা কালো তালিকাভুক্ত এবং ইপিজেড অঞ্চল থেকে শ্রমিক কর্মকান্ডের জন্য অন্যান্য ধরণের বহিষ্কারাদেশ নিষিদ্ধ করাসহ ইপিজেডের শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করতে বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

- ইপিজেড আইন বাতিল বা যুগোপযোগী করা পর্যন্ত এমন বিধি জারি করতে হবে যা বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং তৈরি পোষাক শিল্প খাতে পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

চিংড়ি প্রকৃয়াজাত খাত সম্পর্কিত

- চিংড়ি খাতে আইএলও ও অন্যান্য শ্রমিক-মালিক উদ্যোগকে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা, যেমন গত মার্চ মাসের চুক্তি স্মারকের মত সংগঠনের স্বাধীনতাকে জোরদার করতে, এবং ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য এবং অন্যায় শ্রমিকদের উপর অবিচারকে অন্তর্ভূক্তকরণ।

- কারখানা এবং তাদের অবস্থান, তদন্তের অবস্থা, সনাক্তকৃত লঙ্ঘন, জরিমানা এবং আরোপিত শাস্তি, লঙ্ঘনের প্রতিকার এবং প্রধান পরিদর্শকদের নামের তথ্যসহ শ্রম অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে পাওয়া তথ্য, কারখানা পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য এবং এগুলোর ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এসব বিষয়ে উন্মুক্ত ডাটাবেইস থাকতে হবে।

==========